করোনা মহামারি: ০১. সংক্রামক ব্যাধি

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর একদিকে যেমন এটি এক মহা আতংকে পরিণত হয়েছে – বিশেষত কাফেরদের জন্য- অন্য দিকে তা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা, লেখালেখি ও মন্তব্য হচ্ছে। জনমনে অসংখ্য প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। সংক্রমণ, লক ডাউন, কোয়ারেনটিন, কারফিউ, মসজিদ-মাদ্রাসা ও জুমআ-জামাত বন্ধ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সামনে এসেছে। সৌদি আরবসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে মসজিদ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরো ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর কিছুটা মিললেও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা স্পষ্ট হচ্ছে না। ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

অনেকে আলহামদুলিল্লাহ লেখালেখি ও বয়ান-ভিডিওর মাধ্যমে মুসলিমদের হতাশা থেকে ফিরানোর পথে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছেন। সে সিলসিলাতে আমিও ইনশাআল্লাহ কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সংক্রামক ব্যাধি

প্রথমে যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হলো, সংক্রমণ। ইসলাম সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করে কি'না? অন্য কথায় বলতে গেলে, একজন আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে অন্যের শরীরে রোগ প্রবেশ করা এবং তার সংস্পর্শে অন্যরাও আক্রান্ত হওয়া ইসলাম সমর্থন করে কি'না?

সাধারণত সকলেই যে বিষয়টি জানে তা হলো, কিছু রোগ আছে ছোঁয়াচে। কিছু পয়জন আছে সংক্রামক। একজনের সংস্পর্শ থেকে অন্য জনের হতে পারে। এ বিয়ষটি মোটামুটি সব মহলেই জানাশুনা। বিশেষত বিশ্বময় করোনার আক্রমণ থেকে বিষয়টা আরো পরিষ্কার। বিশেষত ডাক্তাররাও বলছেন এবং এর বিপরীতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। তখন তো আর বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

এর বিপরীতে যখন সহীহ হাদিস সামনে চলে এসেছে যে, لا عدوى- 'সংক্রমণ বলে কিছু নেই' তখন বিপত্তি ঘটে গেছে। না আমরা হাদিস অস্বীকার করতে পারছি আর না বাস্তব দেখাকে। বাস্তবে তো দেখছি যে একজন থেকে অন্য জনের হচ্ছে। এটা

কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? অন্য দিকে সহীহ হাদিস বলছে সংক্রমণ বলে কিছু নেই। হাদিসও বাদ দিতে পারছি না বাস্তবও অস্বীকার করতে পারছি না। তাহলে এর ব্যাখ্যা কি?

কোনো কোনো ভাই আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আমি ইনশাআল্লাহ আরেকটু পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো।

প্রথমে একটি সাদামাটা কথা বলে নিই। আরবিতে একটা কথা আছে الصحبة مؤثرة- 'সান্নিধ্য প্রভাব ফেলে থাকে'। আর স্বাভাবিক সকলেই জানে ভালোর সাথে চললে ভালো হয়, মন্দের সাথে চললে মন্দ। ইয়াহুদির ঘরে স্বাভাবিক ইয়াহুদিই জন্মায়, মুসলিমের ঘরে মুসলিম। ব্যতিক্রম হয় কম। **এর সত্যায়নে হাদিসও পরিষ্কার-**

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

"প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদি বানায়, নাসারা বানায় বা মাজূসী বানায়।" –সহীহ বুখারি ১২৯২

সান্নিধ্যের জোর প্রভাব রয়েছে বলেই ইসলাম অসৎ সঙ্গ ত্যাগ

করে সৎ সঙ্গ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل –سنن ابي داود، قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده حسن. اهـ

“ব্যক্তি তার বন্ধুর মত-পথকে গ্রহণ করে থাকে। তাই তোমাদের যেকেউ যেন দেখে নেয় যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।” –সুনানে আবু দাউদ ৪৮৩৩

এ তো গেল মানসিক ও চারিত্রিক প্রভাবের কথা। সরাসরি রোগ সংক্রমণের ঈঙ্গিতও অনেক হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন,

এক.

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

“অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।” –সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

এ নিষেধ কেন? বিভিন্ন মত আছে। একটা মত এও যে, রোগাক্রান্ত উটগুলোর সংস্পর্শে সুস্থগুলোতে জীবাণু ছড়িয়ে সেগুলোও রোগাক্রান্ত হতে পারে।

দুই.

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

“সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।” –সহীহ বুখারি ৫৩৮০

কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলা হলো কেন? একটা কারণ এও হতে পারে যে, এ রোগটি কংক্রামক। রোগীর সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত হতে পারে।

তিন.

كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى -صلى الله عليه وسلم- « إنا قد بايعناك فارجع »

“সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে লোক পাঠালেন, আমরা আপনাকে বাইয়াত করে নিয়েছি। আপনি ফিরে যান।” –সহীহ মুসলিম ৫৯৫৮

এখানেও এ ব্যাখ্যা আছে যে, তার থেকে অন্যদের সংক্রমণের আশঙ্কা ছিল বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যেতে বলেছেন।

চার.

একটি জয়িফ হাদিসে এসেছে,

لا تديموا النظر إلى المجذومين

“কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।” –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এখানেও একই কথা যে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার দ্বারা সংক্রমণের আশঙ্কা আছে।

পাঁচ.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।” –সহীহ বুখারি ৫৭২৮

এখানেও একই কথা যে, প্রবেশ করলে নিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর বের হয়ে গেলে সে যে জীবাণু বহন করে নিয়ে যাবে তার দ্বারা অন্যরা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ছয়.

অন্য একটি জয়িফ হাদিসে এসেছে,

فإن من القرف التلف

"القرف ধ্বংস ডেকে আনে।"- সুনানে আবু দাউদ ৩৯২৩

ইবনুল আসির রহ. (৬০৬হি.) القرف এর ব্যাখ্যায় বলেন,

ملابسة الداء ومداناة المرض. اهـ

"রোগ বালাই ও অসুখ বিসুখের সংস্পর্শে আসা।" –আননিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ৪/৪৬

বুঝা গেল, রোগের সংস্পর্শে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

তাহলে এখানে আমরা কয়েকটি বিয়ষ পেলাম,

- আক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে মেশাতে নিষেধ করেছেন।
- কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।
- কুষ্ঠ রোগীকে মৌখিক বাইয়াত নিয়ে ফিরে যেতে বলেছেন।
- কুষ্ঠ রোগীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন।
- তাউন মহামারির এলাকায় যেতে বা সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন।
- রোগ বালাইয়ের সংস্পর্শ ধ্বংস ডেকে আনতে পারে বলে সাবধান করেছেন।

উপরোক্ত সবগুলো হাদিস থেকে সংক্রমণ বুঝে আসে।

এর বিপরীতে কয়েকটি হাদিস রয়েছে যেগুলো থেকে সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বুঝে আসে। যেমন,

এক.

لا عدوى

"সংক্রমণ বলে কিছু নেই।" –সহীহ বুখারি ৫৪৩৮

দুই.

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا عدوى) . فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم (فمن أعدى الأول)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। তখন এক আ'রাবি-গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বলুন তো দেখি, বালু ময়দানে উটের পাল চড়তে থাকে, যেন সেগুলো হরিণের মতো (সুস্থ, সবল ও সতেজ)। তখন একটি পাঁচড়ায় আক্রান্ত উট আসে। ফলে বাকি উটগুলো আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে প্রথমটিকে কে আক্রান্ত করলো?" –সহীহ বুখারি ৫৪৩৯

তিন.

عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال: "كل، ثقة بالله وتوكلا عليه"

“হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খাবার ডিশে রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং তার উপর ভরসা করে খাও।” –সুনানে আবু দাউদ ৩৯২৫

বাহ্যত বুঝা যায়, রাসূল সে ব্যক্তিকে নিয়ে খানা খেয়েছেন।

***

সামঞ্জস্য বিধান

বাহ্যত এসব হাদিসে তাআরুজ ও বিরোধ মনে হলেও আসলে বিরোধ নেই। যেসব হাদিসে সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বলা হয়েছে সেগুলো দ্বারা জাহিলি যামানার একটি শিরকি আকিদা দূর করা উদ্দেশ্য।

আমরা জানি, জাহিলি যামানায় মানুষ গাইরুল্লাহর ইবাদাত করতো। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, গাছপালা ইত্যাদির পূজা করতো। এগুলোকে শক্তির অধিকারী মনে করতো। বৃষ্টি হলে তারা বলতো, অমুক তারকা বৃষ্টি দিয়েছে। অর্থাৎ তারকাকে

তারা বৃষ্টি দানের শক্তিমত্তার অধিকারী মনে করতো। এ কারণে বৃষ্টির জন্য তারকার পূজা করতো। এভাবে একেক বস্তুকে একেকটার জন্য পূজা করতো। যেমনটা বর্তমানে হিন্দুরা করে থাকে। একেক বিষয়ে তাদের একেক দেবতা। এভাবে তাদের মা'বুদের সংখ্যা অসংখ্য।

সংক্রমণের ব্যাপারেও জাহিলি যামানাতে এমন ধারণা ছিল যে, রোগের একটা শক্তি রয়েছে। সে যে কারো শরীরে প্রবেশ করে তাকে আক্রান্ত করতে পারে। অন্যান্য দেবতাদের যেমন একটা শক্তি রয়েছে সম্ভবত রোগকেও তারা এমন একটা শক্তির অধিকারী বস্তু মনে করতো। আল্লাহ তাআলা চান বা না চান সে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে।

ইসলাম এ শিরকি আকিদাকেই খণ্ডন করেছে যে, তোমরা যে ধরনের সংক্রমণে বিশ্বাসী এমন কোন সংক্রমণ নেই। কোনো রোগের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সে অন্যকে আক্রান্ত করবে। আমরা বাহ্যত যদিও দেখি যে, একজনের সংস্পর্শে আরেকজন আক্রান্ত হলো, কিন্তু আসলে এটা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হয়েছে বলেই আক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা না চাইলে আক্রান্ত হতো না।

যেমন ধরুন, আগুন-পানি। আগুনের ধর্ম হলো, সে জ্বালিয়ে দেয়। কোনো বস্তু যখন আগুনের সংস্পর্শে আসে তখন স্বাভাবিক এটাই যে, আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু এই জ্বালিয়ে দেওয়াটাও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হতে পারে না। আল্লাহ আগুনকে জ্বালানোর অনুমতি দেন বলেই জ্বালাতে পারে, নতুবা পারতো না। এ কারণেই তো আগুন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বালাতে পারেনি। কারণ, অনুমতি ছিল না। পক্ষান্তরে অগ্নিপূজারিরা আগুনকে শক্তির অধিকারী মনে করে। তার পূজা করে তাকে সন্তুষ্ট করে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে চায়। ইসলাম এ ধারণাকেই খণ্ডন করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আগুনের জ্বালাবার ক্ষমতা নেই বা আগুনের সংস্পর্শে গেলেও জ্বলবে না। জ্বলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে।

পানির ক্ষেত্রেও একই কথা। এজন্যই মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে নিয়ে নিরাপদে পার হয়ে গেলেন আর ফিরাউন দলবলসহ ডুবে মরলো।

সংক্রমণ নেই হাদিসগুলোর এটাই উদ্দেশ্য।

আরেকটা দৃষ্টান্ত হাদিসে এসেছে। সূর্য পূজারিরা সূর্যকে শক্তির অধিকারী মনে করে। তাই উদয় ও অস্তের সময় তার পূজা করে। হাদিসে এসেছে,

عن أبى ذر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال يوما « أتدرون أين تذهب هذه الشمس ». قالوا الله ورسوله أعلم. قال « إن هذه تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعى ارجعى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها

"আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জানো এই সূর্য কোথায় যায়'? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ সূর্য চলতে থাকে। চলতে চলতে অবশেষে আরশের নিচে তার আপন অবস্থানে গিয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে (এবং আগামী দিনের উদয়ের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করে)। এভাবে সাজদায়ই পড়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে বলা হয়, 'উঠ! যেদিক থেকে এসেছো সেদিকেই ফিরে যাও'। তখন সে ফিরে যায় এবং তার উদয়স্থল থেকে (স্বাভাবিক) উদয় হয়।" –সহীহ মুসলিম ৪১৯

কিয়ামতের আগে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হতে আদেশ দেবেন। তখন পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে।
এখানে দেখার বিষয় হলো, সূর্য তো আমরা স্বাভাবিক দেখি যে, প্রতিদিন উদয় হয় আবার অস্ত যায়। কখনও মনে হয় না যে, সে প্রতিদিনের উদয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে অনুমতি চায়। অনুমতি হলে তখন উদিত হয়। উদয়-অস্ত একটি চিরন্তন রীতি। কোনো দিন তাতে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ঘটে না।

সূর্য পূজারিরা তো মনে করে সূর্যের নিজস্ব শক্তি আছে। সে শক্তিবলেই সে উদিত হয়। সারা জাহানকে আলোকিত করে। এজন্য তারা তার পূজা করে। ইসলাম এ ধারণাকেই খণ্ডন করেছে যে, এ নিত্য দিনের উদয় অস্তও আল্লাহর অনুমতিতেই হতে হয়।

রোগের বিষয়টাও এমনই। জাহিলি যামানার মানুষ রোগের ব্যাপারে যে শিরকি আকিদা পোষণ করতো ইসলাম সেটিই খণ্ডন করেছে। অন্যথায় রোগ সংক্রমিত হয় এটি তো বাস্তব দেখাশুনা বিষয়। ইসলাম এটি অস্বীকার করেনি। কিছু রোগ আল্লাহ তাআলা এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, তার সংস্পর্শে আসলে স্বাভাবিক আক্রান্ত হবে। কিন্তু সেটি রোগের ক্ষমতায় নয়। সে সংক্রমণও হবে আল্লাহর অনুমতিতে।

সূর্যকে যেমন উদয়ের জন্য অনুমতি নিতে হয়, রোগকেও সংক্রমণের জন্য অনুমতি নিতে হয়। আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা হলেই কেবল কোনো রোগ অন্যের মাঝে সংক্রমিত হবে। না হলে হবে না। এ কারণেই তো দেখি অনেকে মেশার পরও আক্রান্ত হয় না। আবার অনেকে বাহ্যত কোনো কারণ ছাড়াই আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যেহেতু কিছু কিছু রোগের বেলায় আক্রান্ত হওয়াটা স্বাভাবিক তাই ইসলাম এ ধরনের রোগীর সাথে মিশতে বা আক্রান্ত এলাকায় যেতে না করেছে। কারণ, ইচ্ছা করে নিজের উপর বিপদ টেনে আনা ঠিক নয়। তদ্রূপ আক্রান্ত ব্যক্তিকেও সুস্থ ব্যক্তি বা সুস্থদের এলাকায় যেতে নিষেধ করেছে যাতে তার দ্বারা অন্যরা সংক্রমিত না হয়। বরং সবর করে থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

এর দৃষ্টান্ত হলো এ হাদিস,

لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا-

صحيح البخاري، رقم: 2861، ط. دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت

“শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে।”- সহীহ

বুখারি ২৮৬১

তদ্রূপ নিজ হাতে রোগ ডেকে আনা ঠিক নয়। কারণ, এসে পড়লে তখন সবর করতে পারবে কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে এসেই যদি পড়ে তখন সবর করে থাকা। আল্লাহ তাআলার ফায়াসালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তার দ্বারা যেন অন্য কেউ সংক্রমিত না হয় সে দিকটিও লক্ষ রাখা।

মোটকথা, সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। রোগের সংক্রমণও আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আগুনের ধর্ম যেমন জ্বালানো, পানির ধর্ম যেমন ডুবানো- কিছু কিছু রোগের ধর্মও তেমনি সংক্রমণ। আগুন পানি থেকে যেমন দূরে থাকার নির্দেশ; সেসব রোগ, রোগী ও এলাকা থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ। অতএব, উভয় ধরনের হাদিসে কোনো বিরোধ নেই।

ইমাম বায়হাকি রহ. (৪৫৮হি.) বলেন,

ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عدوى»، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة

الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممرض على مصح»، وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه»، وغير معرفة السنن –ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل - والآثار 10\189، ط. جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - (المنصورة - القاهرة)دمشق)، دار الوفاء

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন, 'সংক্রমণ বলে কিছু নেই।' তবে এর দ্বারা জাহিলি যামানার মানুষেরা যে আকিদা পোষণ করতে যে, সংক্রমণটা গাইরুল্লাহর শক্তিতে হয় সেটি খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। নতুবা আল্লাহ তাআলা তার আপন ইচ্ছায় কখনও কখনও এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির সংমিশ্রণটাকে তার মধ্যেও রোগ সৃষ্টি হওয়ার সবব ও কারণ বানিয়ে দেন। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।'

তাউন মহামারির ব্যাপারে বলেছেন, 'কোনো অঞ্চলে দেখা দিয়েছে শুনলে সে যেন সেখানে না যায়।'

এছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের একই উদ্দেশ্য। সবগুলো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই হয়ে থাকে।" –মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার- বায়হাকি রহ. ১০/১৮৯, ফাতহুল বারি- ইবনে হাজার রহ. ১০/১৬১

ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. (৭০২হি.) বলেন,

الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء ولعلها لا تصبر عليه وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار وأما الفرار فقد يكون داخلا في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين ومن هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى-نقلا عن فتح الباري لابن حجر 190\10

"উভয় ধরনের হাদিসের সমন্বয়ে আমার কাছে রাজেহ মনে হয় যে, আক্রান্ত ভূমিতে যাওয়ার অর্থ নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা। পরে এমনও হতে পারে যে, সে সবর করতে পারবে না। অধিকন্তু এখানে এক ধরনের সবর ও তাওয়াক্কুলের মাকামের দাবিও যেন হচ্ছে। তাই এ থেকে বারণ করা হচ্ছে। যেন নফসকে ধোঁকায় না পড়ে এবং এমন

দাবিও যেন না করে, পরীক্ষার সময় যে দাবি টিকবে না।

আর আক্রান্ত ভূমি থেকে ভেগে যাওয়ার (নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কথা হলো) এটি অনেকটা আসবাব গ্রহণ করার মাধ্যমে তাকদির থেকে পলায়ন করার চেষ্টার নামান্তর। শরীয়ত উভয় অবস্থাতেই মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা-তদবির ছেড়া দেয়ার আদেশ দিয়েছে।

ঠিক এ ধরনের আরেকটি বিষয় হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

'শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে'।

মুখোমুখী হওয়ার কামনা ছেড়ে দিতে আদেশ করা হয়েছে। কেননা, এখানে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা হচ্ছে অথচ নফসের ধোঁকার আশঙ্কা আছে। কেননা, সম্মুখীন হয়ে গেলে নফস গাদ্দারি করবে না তা নিশ্চিত নয়। তবে এরপর সম্মুখীন হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা নত শিরে মেনে নিয়ে সবর করে থাকার আদেশ দিয়েছেন।" –ফাতহুল বারি- ইবনে হাজার রহ. ১০/১৯০

***

করোনা মহামারি ০১. সংক্রামক ব্যাধি- ০২

গত পর্বে আমরা রোগের সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখেছি যে, সংক্রমণ ইসলামী আকীদার পরিপন্থী নয়। আর ইসলাম যে সংক্রমণ অস্বীকার করেছে সেটা হলো জাহিলি আকিদার সংক্রমণ, যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই রোগ বিস্তারের শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ইসলাম এটি অস্বীকার করেছে। ইসলামের আকীদা হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হতে পারে না। রোগের সংক্রমণও আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে।

সংক্রমণ নিয়ে ইনশাআল্লাহ এ পর্বে আরেকটু আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে আমরা আজ দু'টি হাদিস নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হাদিস ০১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل

“সাপ মেরে ফেলবে। বিশেষত পিঠে শুভ্র দুই রেখাবিশিষ্ট সাপ এবং লেজকাটা সাপ মেরে ফেলবে। কেননা, এ দু’টি দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত করে দেয়।” –সহীহ বুখারি ৩১২৩

এ দু’টি সাপ এমনই বিষাক্ত যে, এদের দিকে তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় গর্ভবতী মহিলার গর্ভস্থ বাচ্চা তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

দেখার বিষয় যে, সাপে কামড় দেয়নি। দূরে থেকে শুধু তাকিয়েছে। এতেই এমন প্রভাব পড়েছে যে, চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভপাত হয়ে গেছে।

হাদিস ০২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

العين حق

“চোখ লাগা বাস্তব ও সত্য।” –সহীহ বুখারি ৫৪০৮

কিছু মানুষ এমন আছে যে, এরা যদি কোনো সুন্দর ব্যক্তি বা জিনিসের দিকে তাকায় তাহলে নজর লেগে যায়। নজর লাগা ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি কোনো কোনো সময়

মারাও যায়।

দেখার বিষয়, ব্যক্তি কিন্তু তাকে কিছু করেনি। তাকিয়েছে শুধু। ব্যস, এতটুকুই।

সাপ এবং চোখের যে তা'ছির যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং বাস্তবতাও এর সাক্ষী- এটি দুইভাবের কোনো একভাবে হতে পারে,

১. হয়তো সাপ বা ব্যক্তির চোখ থেকে কোনো বিষ বেড়িয়ে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর পড়েছে;
২. কিংবা কোনো কিছুই বেড়োয়নি, তাকানোর দ্বারাই আল্লাহ তাআলা তার মাঝে রোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية
-فتح الباري 201\10

"তা'ছির হয়ে থাকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়। তা শুধু শারীরিক সংস্পর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কখনও এভাবেও হতে পারে আবার কখনও মুখোমুখী হওয়া এবং কখনও শুধু তাকানোর দ্বারাও হতে পারে।" –ফাতহুল বারি ১০/২০১

বুঝা গেল, একজন দ্বারা আরেকজনে আক্রান্ত হওয়ার জন্য শারীরিক সংস্পর্শও অনেক সময় দরকার পড়ে না। অনেক সময় শুধু সামনা সামনি হওয়া এবং অনেক সময় শুধু তাকানোর দ্বারাই হয়ে যেতে পারে। ইবনে হাজার রহ. বিষয়টি আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। বিস্তারিত সেখানে দেখা যেতে পারে।

আমাদের গত পর্বে এ হাদিসটি গিয়েছে,

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

তাদের দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকাও আক্রান্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। তবে সকল রোগই যে তাকানোর দ্বারা বা সংস্পর্শের দ্বারা সংক্রমিত হয় তা না। কিছু কিছু রোগে এমন হতে পারে।

যাহোক, সব মিলিয়ে বুঝা গেল, একজনের সংস্পর্শে, চলাফেরায় ও উঠা-বসায় আরেকজন আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি ইসলামী আকিদার পরিপন্থী নয়,

যখন আমার বিশ্বাস থাকবে যে, এ আক্রান্ত হওয়াও আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে হবে না। যাদের বেলায় হচ্ছে না তাদের বেলায় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নেই। ওয়াল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

***

করোনা মহামারি ০২. প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা- ০১

গত দুই পর্বে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কিছু কিছু রোগ এমন আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সাধারণত একজন থেকে অন্য জনের মাঝে ছড়িয়ে থাকে।

যখন ছড়িয়ে থাকে তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী হবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি ছড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মেনে

নিয়ে সবর করে থাকা। বেসবর না হওয়া। হা হুতাশ না করা। এতে আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে। কোনো মুমিনকে আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ দেন তার দারাজাত বুলন্দ করার জন্য। মুমিন যখন বিপদে সবর করে তখন তার গুনাহ মাফ হয় এবং দারাজাত বুলন্দ হয়।

আমরা যদি হাদিসগুলো লক্ষ করি দেখবো যে, শরীয়ত চতুর্দিক থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থার নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে-

আক্রান্ত উটের পালকে সুস্থ উটের পালের সাথে মিশাতে না করেছেন।

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।" – সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

সংক্রমণ রোগে উটেরই যখন এ বিধান তখন মানুষের বেলায় এমনটা হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। অতএব, সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থদের সাথে মিশতে যাবে না। এ কারণেই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জুযাম তথা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জনসমাগমে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। (ফাতহুল বারি ১০/২০৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৪)

সুস্থ ব্যক্তিকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও মানা করেছেন।

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

"সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।" –সহীহ বুখারি ৫৩৮০

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এ ধরনের নির্দেশ শুধু কুষ্ঠ রোগের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সকল সংক্রমণ রোগের বেলায়ই এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য।

আক্রান্ত এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হতেও নিষেধ করেছেন।

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।" – সহীহ বুখারি ৫৭২৮

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সংক্রমণ রোগের বেলায় আমরা চতুর্দিক থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নির্দেশনা পেলাম-

এক. আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে মিশবে না।
দুই. সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মিশবে না।
তিন. আক্রান্ত এলাকায় কেউ যাবে না।
চার. আক্রান্ত এলাকার কোন লোকও বাহিরে বের হবে না।

এভাবে এলাকা থেকে এলাকায় বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে রোগ সংক্রমিত হওয়ার সকল পথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যত সিস্টেমই বের করুক- ইসলামের এ নির্দেশনার বাহিরে যেতে পারবে না। এর চেয়ে সুন্দর কোনো ব্যবস্থাও ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করতে পারবে না।

এলাকা থেকে এলাকায় যেন না ছড়ায় এজন্য **লক ডাউন** করা হয়েছে- এর ধারণা সর্বপ্রথম ইসলামই দিয়েছে।

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যেন না ছড়ায় এজন্য **কোয়ারেনটাইনে**র ব্যবস্থা করা হয়েছে- এ ধারণাও ইসলামের নির্দেশনার বাহিরে না।

এছাড়া হাত ধোয়া, পরিষ্কার থাকা, হাঁচির সময় সতর্ক থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুন ইসলামের নিত্যদিনের শিক্ষা।

আজ পত্রিকার পাতা খুললেই আপনি চীনের প্রশংসা দেখতে পাবেন। কিভাবে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগের সংক্রমণ কমিয়ে এনেছে- এ নিয়ে চীনাদের প্রশংসার শেষ নেই। কিন্তু নিমুকহারাম এসব সাংবাদিক কলামিস্টদের যবানে ইসলামের প্রশংসা একবারও বের হয় না। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমরা যেন আমাদের ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতার শিকার না হই।

বি.দ্র.

ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হোক রোগ দেয়া নেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি যতক্ষণ না চাইবেন রোগ যাবে না। এজন্য ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হচ্ছে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ হচ্ছে না। মৃত্যুও বন্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুতে না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিৎ তাওবা করে আল্লাহ তাআলা দিকে রুজু হওয়া। দোয়া করা। আর সাধ্যমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আক্রান্ত হয়ে গেলে সওয়াবের নিয়তে সবর করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাজত করুন। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

(চলমান)

করোনা মহামারি ০২. প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা- ০২

গত দুই পর্বে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কিছু কিছু রোগ এমন আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সাধারণত একজন থেকে অন্য জনের মাঝে ছড়িয়ে থাকে।

যখন ছড়িয়ে থাকে তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী হবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি ছড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করে থাকা। বেসবর না হওয়া। হা হুতাশ না করা। এতে আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে। কোনো মুমিনকে আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ দেন তার দারাজাত বুলন্দ করার জন্য। মুমিন যখন বিপদে সবর করে তখন তার গুনাহ মাফ হয় এবং দারাজাত বুলন্দ হয়।

আমরা যদি হাদিসগুলো লক্ষ করি দেখবো যে, শরীয়ত চতুর্দিক থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থার নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে-

আক্রান্ত উটের পালকে সুস্থ উটের পালের সাথে মিশাতে না করেছেন।

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।" – সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

সংক্রমণ রোগে উটেরই যখন এ বিধান তখন মানুষের বেলায় এমনটা হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। অতএব, সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থদের সাথে মিশতে যাবে না। এ কারণেই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জুযাম তথা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জনসমাগমে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। (ফাতহুল বারি ১০/২০৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৪)

সুস্থ ব্যক্তিকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও মানা করেছেন।

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

"সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।" –সহীহ বুখারি ৫৩৮০

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এ ধরনের নির্দেশ শুধু কুষ্ঠ রোগের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সকল সংক্রমণ রোগের বেলায়ই এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য।

আক্রান্ত এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হতেও নিষেধ করেছেন।

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।" –সহীহ বুখারি ৫৭২৮

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সংক্রমণ রোগের বেলায় আমরা চতুর্দিক থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নির্দেশনা পেলাম-

এক. আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে মিশবে না।

দুই. সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মিশবে না।
তিন. আক্রান্ত এলাকায় কেউ যাবে না।
চার. আক্রান্ত এলাকার কোন লোকও বাহিরে বের হবে না।

এভাবে এলাকা থেকে এলাকায় বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে রোগ সংক্রমিত হওয়ার সকল পথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যত সিস্টেমই বের করুক- ইসলামের এ নির্দেশনার বাহিরে যেতে পারবে না। এর চেয়ে সুন্দর কোনো ব্যবস্থাও ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করতে পারবে না।

এলাকা থেকে এলাকায় যেন না ছড়ায় এজন্য **লক ডাউন** করা হয়েছে- এর ধারণা সর্বপ্রথম ইসলামই দিয়েছে।

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যেন না ছড়ায় এজন্য **কোয়ারেনটাইনে**র ব্যবস্থা করা হয়েছে- এ ধারণাও ইসলামের নির্দেশনার বাহিরে না।

এছাড়া হাত ধোয়া, পরিষ্কার থাকা, হাঁচির সময় সতর্ক থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুন ইসলামের নিত্যদিনের শিক্ষা।

আজ পত্রিকার পাতা খুললেই আপনি চীনের প্রশংসা দেখতে পাবেন। কিভাবে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগের সংক্রমণ কমিয়ে এনেছে- এ নিয়ে চীনাদের প্রশংসার শেষ নেই। কিন্তু নিমুকহারাম এসব সাংবাদিক কলামিস্টদের যবানে ইসলামের প্রশংসা একবারও বের হয় না। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমরা যেন আমাদের ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতার শিকার না হই।

বি.দ্র.

ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হোক রোগ দেয়া নেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি যতক্ষণ না চাইবেন রোগ যাবে না। এজন্য ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হচ্ছে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ হচ্ছে না। মৃত্যুও বন্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুতে না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিৎ তাওবা করে আল্লাহ তাআলা দিকে রুজু হওয়া। দোয়া করা। আর সাধ্যমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আক্রান্ত হয়ে

গেলে সওয়াবের নিয়তে সবর করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাজত করুন। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

(চলমান)